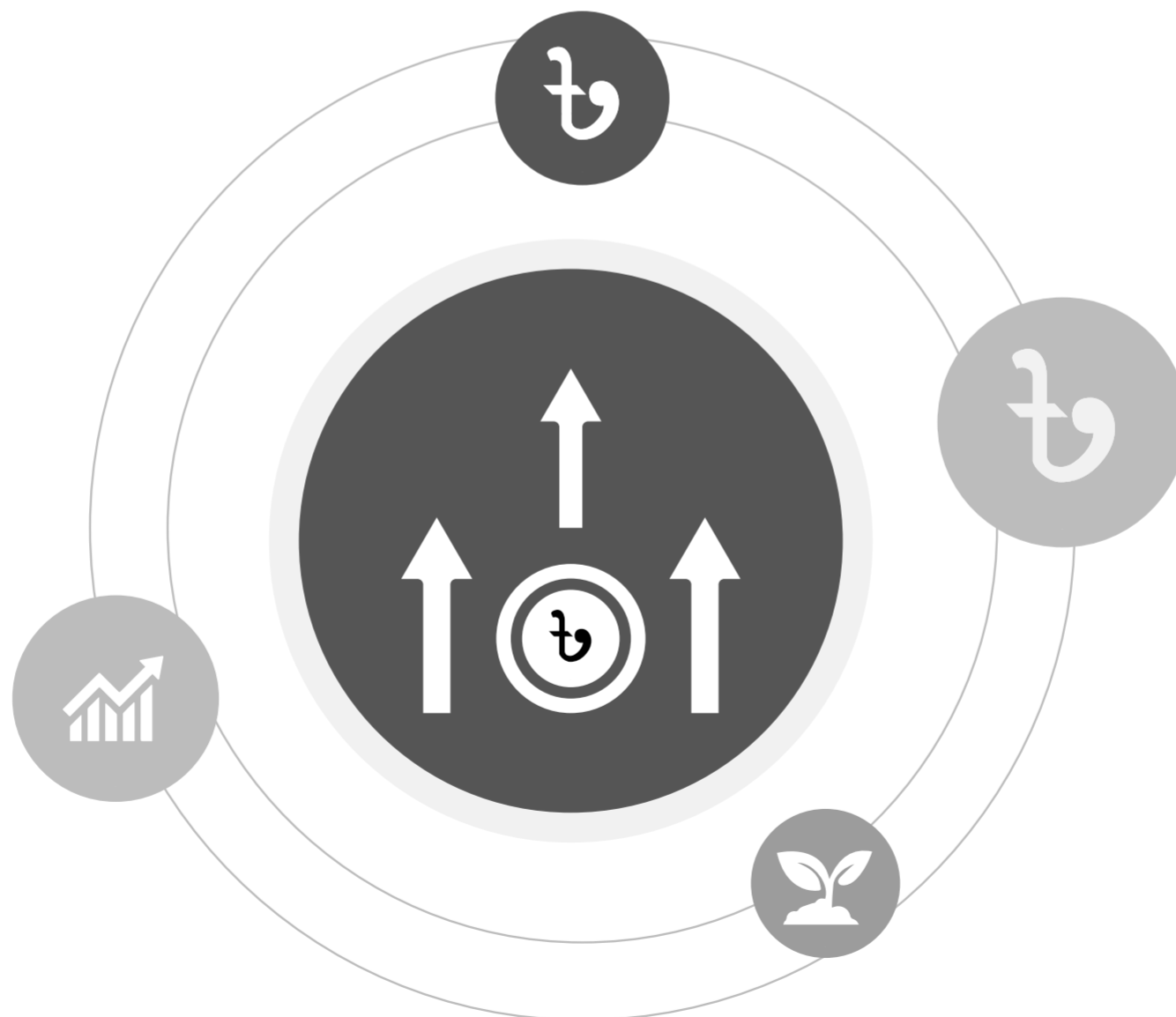




UCB Stock

Knowledge Hub

Profitability Indicators (মুনাফার সূচকসমূহ)



গ্রস মুনাফা মার্জিন (Gross Profit Margin) আসলে কী?

একটি কোম্পানির মোট বিক্রয় আয় থেকে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বাদ দেওয়ার পরে যে মুনাফা পাওয়া যায় তাকে গ্রস মুনাফা বলে। গ্রস মুনাফাকে মোট বিক্রয় আয় দিয়ে ভাগ করলে গ্রস মুনাফা মার্জিন পাওয়া যায়।

গ্রস মুনাফা মার্জিন = (গ্রস মুনাফা / মোট বিক্রয় আয়) x ১০০



ধরা যাক, একটি কোম্পানির মোট বিক্রয় আয় ১০ কোটি টাকা এবং গ্রস মুনাফা ৪ কোটি টাকা, এক্ষেত্রে গ্রস মুনাফা মার্জিন দাঁড়াবে ৪০%

গ্রস মুনাফা মার্জিন সম্পর্কে জানা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

একটি কোম্পানির গ্রস মুনাফা মার্জিন তার উৎপাদন দক্ষতা এবং পণ্যের লাভজনকতা বোঝাতে সাহায্য করে। এই মার্জিনের মাধ্যমে বোঝা যায়, বিক্রয় থেকে কোম্পানি কত শতাংশ আয় ধরে রাখতে পারছে।

উচ্চ গ্রস মুনাফা মার্জিন ইঙ্গিত করে যে কোম্পানিটি কাঁচামাল, শ্রম এবং উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা অর্জন করেছে অথবা বিক্রয় প্রবৃদ্ধি হয়েছে। অপরদিকে, নিম্ন গ্রস মুনাফা মার্জিন কোম্পানির নিম্ন বিক্রয় প্রবৃদ্ধি বা উচ্চ উৎপাদন ব্যয়ের কারণে হতে পারে, যা কোম্পানির মুনাফা অর্জন ক্ষমতার উপর চাপ সৃষ্টি করে।



পরিচালন মুনাফা মার্জিন (Operating Profit Margin) আসলে কী?

কোম্পানির গ্রস মুনাফা থেকে পরিচালন ব্যয় (যেমন বেতন-ভাতা, অফিস ভাড়া, বিপণন ব্যয়, প্রশাসনিক ব্যয় ইত্যাদি) বাদ দেয়ার পরে যে মুনাফা পাওয়া যায় তাকে পরিচালন মুনাফা বলে। পরিচালন মুনাফাকে মোট বিক্রয় আয় দিয়ে ভাগ করলে পরিচালন মুনাফা মার্জিন পাওয়া যায়।

পরিচালন মুনাফা মার্জিন = (পরিচালন মুনাফা / বিক্রয় আয়) x ১০০



ধরা যাক, একটি কোম্পানির মোট বিক্রয় আয় ১০ কোটি টাকা এবং পরিচালন মুনাফা ২.৫ কোটি টাকা, এক্ষেত্রে পরিচালন মুনাফা মার্জিন দাঁড়াবে ২৫%

পরিচালন মুনাফা মার্জিন সম্পর্কে জানা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

একটি কোম্পানির পরিচালন মুনাফা মার্জিন তার ব্যবসা পরিচালনার দক্ষতা বোঝাতে সাহায্য করে। এই মার্জিনের মাধ্যমে জানা যায়, কোম্পানি বিক্রয় থেকে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় এবং বিভিন্ন পরিচালন খরচ বাদ দেওয়ার পর কত শতাংশ আয় ধরে রাখতে পারছে।



উচ্চ পরিচালন মুনাফা মার্জিন ইঙ্গিত করে যে কোম্পানিটি তার পরিচালন ব্যয় কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। অপরদিকে নিম্ন পরিচালন মুনাফা মার্জিন বোঝায় যে পরিচালন ব্যয়ের তুলনায় বিক্রয় আয়ের মার্জিন কম, যা কোম্পানির অতিরিক্ত পরিচালন খরচের ইঙ্গিত দিতে পারে।

নিট মুনাফা মার্জিন (Net Profit Margin) আসলে কী?

একটি কোম্পানির পরিচালন মুনাফা থেকে ঋণের সুদ, কর এবং অন্যান্য এককালীন ব্যয় বাদ দেয়ার পরে যে মুনাফা পাওয়া যায় তাকে নিট মুনাফা বলে। নিট মুনাফাকে মোট বিক্রয় আয় দিয়ে ভাগ করলে নিট মুনাফা মার্জিন পাওয়া যায়।

নিট মুনাফা মার্জিন = (নিট মুনাফা / মোট বিক্রয় আয়) x ১০০



ধরা যাক, একটি কোম্পানির মোট বিক্রয় আয় ১০ কোটি টাকা এবং নিট মুনাফা ১.৫ কোটি টাকা, এক্ষেত্রে নিট মুনাফা মার্জিন দাঁড়াবে ১৫%

নিট মুনাফা মার্জিন সম্পর্কে জানা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

একটি কোম্পানির নিট মুনাফা মার্জিন তার সার্বিক মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা এবং সম্পূর্ণ ব্যয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বোঝাতে সাহায্য করে। এই মার্জিনের মাধ্যমে জানা যায়, কোম্পানি বিক্রয় থেকে বিক্রিত পণ্যের ব্যয়, পরিচালন ব্যয়, ঋণের সুদ, কর ও অন্যান্য খরচ বাদ দেওয়ার পর চূড়ান্তভাবে কত শতাংশ আয় ধরে রাখতে পারছে।

উচ্চ নিট মুনাফা মার্জিন ইঙ্গিত করে যে কোম্পানিটি শুধুমাত্র উৎপাদন বা পরিচালনায় নয়, বরং আর্থিক ব্যয় এবং কর ব্যবস্থাপনাতেও দক্ষ, যার ফলে পুরো ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে উচ্চ নিট মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। অপরদিকে, নিম্ন নিট মুনাফা মার্জিন বোঝায় যে ব্যয় কাঠামোর এক বা একাধিক ধাপে ঘাটতি রয়েছে—যেমন অতিরিক্ত সুদ ব্যয়, করের বোঝা, বা অকার্যকর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ—যা কোম্পানির সামগ্রিক মুনাফা অর্জন ক্ষমতায় চাপ সৃষ্টি করে।



CONTACT US

+88 013 2424 3200

Head Office

BULUS CENTER (17th Floor, West Side), Plot – CWS
(A) 1, Road No – 34, Gulshan Avenue, Dhaka - 1212,

*শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ, জেনে-বুঝে বিনিয়োগ করুন